R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জীবনের—
প্রতিদিনের সঙ্গী
হকিন্স প্রেসার কুকার
অনুমোদিত ডিলার এবং সুদক্ষ সার্ভিস সেন্টার
প্রভাত ষ্টোর
[দুলুর দোকান]
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ৫৩)

৭৮শ বর্ষ ৩৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২১শে মাঘ বুধবার, ১৩৯৮ সাল ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ সাল। | মূল্য : ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫৲

দুষ্ট চক্র প্রতিরোধ করতে গিয়ে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ডাক্তার খুন হলেন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ১ ফেব্রুয়ারী রাত ৭-৩০ মিঃ নাগাদ সুতী থানার মহেশাইল স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ডাক্তার অমলকৃষ্ণ সরদার দুষ্কৃতীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হন। খবর ঐ দিন কর্মীদের বেতন বিলি করার পর কিছু কর্মীর বেতন বিলি না হওয়ায় ঐ টাকা ডাক্তারবাবু সিন্দুকে রেখে টিভিতে সিনেমা দেখছিলেন। সেই সময় বাইরে থেকে কয়েকজন রোগী আছে বলে তাঁকে ডাক দেন। তিনি কোয়াটারের দুয়োর খুলে বাইরে এলে দুষ্কৃতীরা তাঁকে ঘিরে ধরে বিলি না হওয়া টাকা দাবী করে। অমলবাবু তা দিতে অস্বীকার করলে দুষ্কৃতীরা তাঁর মাথায় একাধিক আঘাত করে ও পর পর পিস্তলের দুটি গুলি করলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরদিন বি এস এফের পুলিশ কুকুর নামানো হয়। কুকুরের সাহায্যে ঐ গ্রামের ৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এদের নেতা ছবি তিয়র (সরকার) ঐ এলাকার একজন কুখ্যাত দুর্বৃত্ত বলে জানা যায়। ৩ ফেব্রুয়ারী পুলিশ ঐ স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট অনন্ত (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বেপরোয়া কয়লা চুরিতে ট্রেন সময়ে আসছে না

ধুলিয়ান ঃ রেলের কয়লা কর্মীদের যোগসাজশে লাইনের ধারে ধারে নিয়মিত ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রতিবেদক ঘুরে দেখেছেন রেলের চোরাই কয়লা নিয়ে বারহারওয়া থেকে ধুলিয়ান পর্যন্ত লাইনের পাশে প্রায়ই প্রতিটি বাড়ীতে কয়লার ব্যবসা রমরমা। রেল বিভাগ অনুসন্ধান করলে এ রকম বহু ব্যবসা কেন্দ্র দেখতে পাবেন। কয়লা নামানোর সুবিধা দিতে গিয়ে বারহারওয়া থেকে ধুলিয়ান আসতে যে কোন ট্রেনের সঠিক সময় অতিক্রম করে তিন/চার ঘণ্টা বেশী সময় লাগছে। সম্প্রতি নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জার কয়লার অভাবে মালদা থেকে ছাড়তেই পারেনি। অনেক চেষ্টায় কয়লা যোগাড় করে বেশ কয়েক ঘণ্টা পর তা কলকাতার দিকে রওনা হয়। ক্ষুব্ধ যাত্রীদের অভিযোগ রেল পুলিশ ও কিছু কর্মচারী এই অসৎ ব্যবসায়ে যুক্ত আছেন।

শস্যের মিনিকিট বাজারে বিক্রী করে দেওয়া হচ্ছে

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের এগ্রিকালচারাল ডেভেলাপমেণ্ট অফিস থেকে ৪৫০ ব্যাগ সরষের ও ১৪ ব্যাগ মটরের মিনিকিট নিয়ে এসে গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জনৈক সদস্য নাকি বিক্রি করে আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পূর্বে যে সব চাষীদের মিনিকিট দেওয়া হতো তাঁদের নামের তালিকা এ ডি ও'র কাছে পঞ্চায়েত থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। পরে পঞ্চায়েত থেকে পরিচয় পত্র নিয়ে চাষীরা নিজেরাই অফিস থেকে মিনিকিট নিয়ে আসতেন। কিন্তু বর্তমান অকংগ্রেসী আমলে ঐ ব্যবস্থা পরিবর্তন করে পঞ্চায়েত অফিস থেকে মিনিকিট বিলি করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় শুধু যে দলবাজি হচ্ছে তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে চাষীদের নামে নিয়ে আসা মিনিকিট গ্রামে না নিয়ে গিয়ে শহরে বিক্রি করে টাকা আত্মসাৎ করার সুযোগও পাওয়া যাচ্ছে। উপরোক্ত ঘটনা এই অব্যবস্থারই প্রমাণ দিচ্ছে বলে বঞ্চিত চাষীদের অভিযোগ।

সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেসে গোষ্ঠী কোন্দল

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গত ১ ফেব্রুয়ারী বহরমপুর কংগ্রেস ভবনে জেলা রিটার্নিং অফিসার চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে কংগ্রেসের ব্লক কমিটির নির্বাচনে ঐকমত্য না হওয়ায় নির্বাচিত কমিটি তৈরী হয়নি বলে জানা (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

শিল্পী না আসায় প্যাণ্ডেল ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগ

সাগরদীঘি ঃ গত ৩০ জানুয়ারী স্থানীয় উদয়-সংঘ ক্লাবের পরিচালনায় আনোয়ার নাইট বিচিত্রা অনুষ্ঠান শিল্পীদের অনুপস্থিতিতে পণ্ড হয় বলে খবর। জানা যায় (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বহরমপুর রুটে বাস বন্ধ

সাগরদীঘি ঃ গত ১ ফেব্রুয়ারী এই থানার অনুপপুর গ্রামে এক্সপ্রেস বাস ষ্টপেজের দাবীতে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা প্রতিটি বাসকে আটক করে এবং এই গ্রামে ষ্টপেজের (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আমাদের নতুন দোকান
তাই
কার্ডও নতুন ডিজাইনও নতুন নতুন
আর দাম সে তো
দেখে নেবেন
কার্ডস্ কেয়ার
(পণ্ডিত প্রেস সংলগ্ন)
রঘুনাথগঞ্জ
এখানে জেরক্স করা হয়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে মাঘ বুধবার ১৩৯৮ সাল

রাজ্য পরিবহণ সংস্থা

আমাদের এই রাজ্যে কয়েকটি সরকারী পরিবহণ সংস্থা রহিয়াছে। এই পরিবহণ সংস্থার বাসগুলি দূর-পাল্লার। প্রতিদিন বহু মানুষ এই সকল বাসে দূরবর্তী স্থান হইতে রাজধানীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন। সরকারী বাস-গুলি তাই যাত্রী সাধারণের কাম্য যেহেতু যাতায়াতে সময়ের অনেক-খানি সাশ্রয় হয়।

রাজ্য সরকার কেন্দ্রের নিকট আরও তিনটি রাজ্য পরিবহণ সংস্থা খুলিবার প্রস্তাব দিয়াছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। কিন্তু জানা যায় যে, কেন্দ্র ইহা মানিয়া লন নাই। অর্থাৎ আরও তিনটি রাজ্য পরিবহণ সংস্থা খুলিবার অনুমতি পাওয়া যাইবে না। স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে যে, এই রাজ্যের পরিবহণ সংক্রান্ত যে অসুবিধা এখনও রহিয়াছে, তাহা দূর করিতে রাজ্য সরকার তৎপর হইলেও কেন্দ্র সহযোগিতার হাত বাড়াইতে নারাজ বলিয়া মনে হইতেছে।

কিন্তু কেন এই বিমাতৃসুলভ মনো-ভাব? এই রাজ্যের মানুষের সুবিধা-অসুবিধা, অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি বিষয়ে, সর্বোপরি রাজ্যের অগ্রগতির ব্যাপারে কেন্দ্রের বিরূপতা থাকিবে কেন? ইহা সকলেই জানেন যে, কার্পাস তুলার দর ভারতের সব রাজ্যে সমতা না থাকায় পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্রশিল্প গুজরাট মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের বস্ত্রশিল্পের নিকট মার খাইতেছে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গকে বেশী দাম দিয়া তুলা আমদানী করিতে হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কয়লা অন্য রাজ্যে পাঠাইতে বেশী দাম পাইবার উপায় ছিল না কেন্দ্রের দেওয়া নির্ধারিত দরের জন্য। এই রাজ্যে শিল্প গড়িয়া তুলিবার বেসরকারী উদ্যোগ যে স্তিমিত, তাহার অন্যতম কারণ এইটি। অতি সম্প্রতি লৌহ-ইস্পাত সম্বন্ধে যাহা করা হইয়াছে, তাহার মত তুলা এবং অন্যান্য শিল্পের কাঁচা মালের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় একটি নীতি চালু থাকিলে শিল্প গড়িয়া উঠিবার পথ সুগম হয়।

সরকারী উদ্যোগে পরিবহণ শিল্পকে আরও প্রসারিত করিবার যে প্রস্তাব রাজ্য সরকার দিয়াছিলেন, কেন্দ্র তাহাতে সবুজ-সঙ্কেত দেখান নাই; যোজনা কমিশন ইহা নাকচ করিয়াছেন। স্বভাবতই ইহা দুঃখজনক।

অস্বীকার করা করা যায় না যে, এই রাজ্যের সরকারী বাস পরিবহণ সংস্থাগুলি বহু কোটি টাকা লোকসানে চলিতেছে। এক্ষেত্রে আরও তিনটি রাজ্য পরিবহণ সংস্থা খুলিতে গেলে লোকসানের মাত্রা আরও কিছু কোটি টাকা দাঁড়াইবে। এই যুক্তিতে যোজনা কমিশন রাজ্য সরকারের অষ্টম যোজনার অর্থ-বরাদ্দের জন্য উপরি লিখিত প্রস্তাব মানিয়া লয় নাই। রাজ্য সরকারের বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট হয়ত কাটিবে; কিন্তু পরিবহণে ক্রমশঃ লোকসান কেন্দ্র মানিতে পারিতে-ছেন না।

রাজ্য পরিবহণ সংস্থায় যে অপরি-মেয় টাকার লোকসান হইয়া থাকে, একটু সরকারী প্রচেষ্টায় তাহার পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। ষ্টেট বাসগুলির ইঞ্জিন বেশ মূল্যবান; গাড়ী সার্বিক রূপও যথেষ্ট খরচ করিয়াই দেওয়া হয়। কিন্তু এই সব বাসের প্রতি এত অযত্ন-অবহেলা করা হয় যে, তাহারা স্বল্পায়ু হয়। সুতরাং আবার সেগুলিকে নবী-করণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। সরকারী বাসের চেহারায় দুঃখ হয়।

চৌদ্দ বৎসরের শাসনে এই রাজ্যে নানা বিভাগে কর্মনিষ্ঠা বহুল পরি-মাণে কমিয়া গিয়াছে; নানা দাবী সোচ্চার হইয়াছে। যাহাকে 'ওয়ার্কিং স্পিরিট' বলা হয়, তাহা দেখিতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। তাই প্রশাসন-কর্তৃপক্ষ অনেক সময় তাঁহাদেরই মদতপুষ্ট 'ফ্র্যাঙ্কেনষ্টাইন'-গণ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করে না বলিয়া হা-হুতাশ করেন। অথচ নির্বাচন বৈতরণীতে 'ফ্র্যাঙ্কেনষ্টাইন' অপরিহার্য।

একটু ভাবুন কমরেড

ঘটনাটি ঘটেছে বেশ কিছু দিন আগে। তবু শহর রঘুনাথগঞ্জ তথা আশপাশের অঞ্চল জুড়ে আলোচনা চলেছে সমান তালে। বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী দপ্তরের উঠোন ছাড়িয়ে বাস ষ্টপেজ থেকে সেলুন অবধি আলোচনা চলছে আহিরণ স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের টাকা তছরূপ নিয়ে। ভাবতে গেলে অবাক লাগে কত সহজতম পন্থা ও নাম মাত্র পরিশ্রমে সরকারী কোষাগার থেকে একটি গরীব দেশের আরও গরীব মানুষের টাকা লোপাট করা যায়। একটি গ্রামীণ স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে নিশ্চয়ই বিরাট সংখ্যার কর্মচারী থাকে না। কিংবা থাকে না ঘন ঘন বদলীর ব্যাপার যে যেখানে কর্মচারীদের নামের তালিকা প্রতি মাসে অদল বদল হতে পারে। আর একটি প্রশ্ন—একটি দপ্তরের কর্মচারীদের মাসিক পে বিল একই হেডে একই মাসে দু'বার ক্যাসের জন্য জমা হয় কি ভাবে? সরকারী অফিস মাত্রই কর্মচারীদের মাসিক পে বিল তৈরী, জমা দেওয়া, ক্যাস করা ও টাকা প্রদানের একটি নির্দিষ্ট দিন ও রীতি নীতি রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বিল জমা দিতে হবে, সে বিল সঠিক ভাবে পরীক্ষার পর পাস হয়ে ক্যাস হবার সরকারী নীতি। কিন্তু এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্যাপারটি বোধ হয় কোন সরকারী নীতির ধার ধারেনি। নির্দিষ্ট দিনের পরে বিল জমা দিয়ে তাড়াহুড়ো করে বিল পাস করিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেই সাথে সকলকে অবাক করে সরকারী অনিয়মকে নিয়ম বলে চালাতে মানবিকতার সুড়সুড়ি দিয়েছেন এক দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার। একজন সরকারী কর্মচারীর ব্যর্থতার দায়ভার কত সহজে নামিয়ে দিচ্ছেন একজন উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসার। এই অফিসারের কাছে সবিনয়ে জানতে ইচ্ছে করে আইনের চোখে মানবিক অপরাধ ও অমানবিক অপরাধের বিচার কি দুটি আইনে হয়? অর্থাৎ মানবিক চুরি ও অমানবিক চুরির বিচার কি দুটি ধারা মতে হবে?

আহিরণে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করলে ভুল হবে। সংবাদের ভিত্তি থেকে প্রাথমিকভাবে যেটুকু জানা গেছে তা থেকে বোঝা যায় এই অপরাধমূলক কার্যক্রমটি প্রথম নয়। তুয়া ডায়েট বিল, কর্মচারীর অবৈধ বোনাস বিল ক্যাস হয়েছে এখানে। সব থেকে মারাত্মক অভিযোগ—এখানে নাকি অবসর-প্রাপ্ত কর্মচারীর প্রাপ্য টাকা তুলে নিয়ে সেই টাকা আত্মসাৎ করার অপচেষ্টা হয়েছে। একজন সরকারী কর্মচারীর সাহস নামক বস্তুটি সীমা লঙ্ঘনে কতদূর অগ্রসর হলে এ ধরনের কাজ করা সম্ভব তা ভেবে দেখার সময় হয়েছে।

আসলে এটিই নিয়ম। ঘোড়ার থেকে চাবুক ভারী হলে ঘোড়সওয়ার ভূপাতিত হবেই। আজকে আমাদের প্রশাসনিক অবস্থাটিও চাবুক ভারি ঘোড়সওয়ারের মতন। শত চেষ্টাতেও ঘোড়ায় চড়া সম্ভব হচ্ছে না, ঘোড়াকে বাগে আনা তো দূরের কথা। 'গণতান্ত্রিক অধিকার', 'আন্দোলনের অধিকার', 'দাবী আদায়ের অধিকার' ইত্যাদি অধিকার সমূহের প্রয়োগ, কার্য্য-ক্ষেত্রে অপপ্রয়োগে পরিণত হয়েছে সুবিধাবাদী নেতাদের জন্য। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের অপব্যাখ্যায় ধান্ধাবাজ নেতারা কারখানার সাথে অফিস, অফিসের সাথে হাস-পাতালকে মিশিয়ে দিয়েছেন। আর ভোটের লোভে, গদির লোভে, ক্ষমতার লোভে মার্কসবাদী, অ-মার্কসবাদী মন্ত্রীরা এ গুলি মেনে নিয়েছেন। তাঁরা শিক্ষা দেননি—'নিতে গেলে দিতে হবে' এর নীতি 'অধিকার এবং কর্তব্য একে অন্যের পরিপূরক'—এই সহজ সত্যকে প্রথম থেকেই বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন রাজ্য চালানোর নেতারা। স্বাভাবিক কারণে ফলভোগ করছেন হাতে নাতে। একটি রাজ্যের প্রশাসনিক অবস্থা কতটা করুণ হলে একজন প্রবল পরাক্রমশালী মুখ্য মন্ত্রীকে বারবার অনুনয় বিনয় করতে হয় সরকারী কর্মচারীদের ঠিক সময় হাজিরা দেবার জন্য; কাজ করাটা পরের কথা। এ কথা মানতেই হবে ভাল কাজের প্রাপ্য প্রশংসা এবং খারাপ কাজের নিন্দাবাদ যদি না থাকে তবে সে কাজে (৩য় পৃঃ দ্রঃ)

কৃষক সভার পদযাত্রা

সাগরদীঘি : গত ২৬ জানুয়ারী স্থানীয় থানা কৃষক সভার ডাকে এক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দু'শ কৃষক মিছিল করে শহর পরিক্রমা করে। পদযাত্রা শেষ হয় স্থানীয় রেল ষ্টেশন প্রাঙ্গণে। এখানে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিত্যসন্তোষ চৌধুরী, জেলা পরিষদ সদস্য গিয়াসুদ্দিন মির্জা, বিধায়ক নরেশ দাস ও সি পি এমের জনৈক নেতা আইজুদ্দিন সেখ বক্তব্য রাখেন। এঁরা সকলেই বলেন কুসংস্কার দূর করে নিরক্ষর চাষীদের সাক্ষর করে তুলতে হবে। কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতার ৪৬ বছরেও শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারেননি। তাঁরা বলেন ৫ বছর থেকে ৮ বছরের বালক-বালিকাদের এবং ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত বয়স্ক বয়স্কাদের সাক্ষর করে তোলার দিকে প্রখর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। প্রতি ১ জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক মারফৎ ১০ জনকে শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থার কথাও তাঁরা বলেন।

একটু ভাবুন কমরেড (২য় পৃষ্ঠার পর)

কোন প্রতিযোগিতা থাকে না। কাজের মধ্যে যদি প্রতিযোগিতা না থাকে সে কাজ গতি হারাতে বাধ্য। তাই বিজ্ঞান-ভিত্তিক মার্কসবাদের বিজ্ঞান সূত্র অনুসারে আমাদের অফিসে অফিসে কাজের গতি কমতে কমতে...... ? শৃঙ্খলা যেমন শৃঙ্খল হতে পারে না তেমন অনিয়মও শৃঙ্খলা হতে পারে না। আহিরণের ঘটনায় চিন্তাশীল মানুষের ভাবনার সময় এসে গেছে—কেন জনগণের টাকা এত সহজে তছরূপ হবে? কেন নির্দিষ্ট দিনে ট্রেজারিতে বিল জমা হবে না? কেন ট্রেজারী তাড়াহুড়ো করে বিল পাশ করবে? যেখানে গরীব জনগণের টাকার প্রশ্ন, যেখানে সরকারী কর্মচারীর কর্তব্যের প্রশ্ন সাথে রাজ্য সরকারের সুনামের প্রশ্ন সেখানে মানবিকতা কখনও বড় হতে পারে না। এ লজ্জা কমরেডদের, এ লজ্জা বামফ্রন্টের, কারণ তাঁরাই প্রচার করেন জ্যোতি বসু নাকি বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশাসক।

—মিস মার্গারেট হেন্স

শ্বশুরের ছুরিকাঘাতে জামাই খুন

সাগরদীঘি ঃ গত ২৬ জানুয়ারী এই থানার দস্তুরহাটে একটা মুরগী নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় শেষ পর্যন্ত শ্বশুরের হাতে জামাই খুন হয়। খবর মুরগী নিয়ে কলহে স্বামী সামজান স্ত্রীর গালে থাপ্পর মারে। সামজানের শ্বশুর বাড়ী একই গ্রামে। শ্বশুর খবর পেয়ে জামাই এর বাড়ী আসে ও জামাই এর সঙ্গে তার ঝগড়া শুরু হয়। ঝগড়ার মধ্যে শ্বশুর ছুরি দিয়ে জামাইকে জখম করে। সাগরদীঘি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ আসে। শ্বশুর আইনাল পলাতক।

ডাক্তার খুন

(১ম পাতার পর)

বিশ্বাসকে খুনের ব্যাপারে জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তার করে। ২ ফেব্রুয়ারী থেকে ওখানে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এস, পি একাধিকবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। অনুসন্ধানে জানা যায় এক বছরের মত ডাক্তার সরদার এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ করছেন। এরই মধ্যে তিনি কোয়ার্টারে থেকেও হাউস রেন্ট বিল জমা দেওয়া, ভুয়া খাদ্য সরবরাহ দেখিয়ে ডায়েট বিল জমা দেওয়ার মত অনেক ভূতুড়ে বিল আবিষ্কার করেন। এছাড়া হাসপাতালের ওষুধ বাইরে পাচারের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হাসপাতালের মহিলা কর্মীদের কোয়ার্টারে গোপনে রাতের অন্ধকারে গ্রামের লোকদের আসা যাওয়ার ব্যাপারেও তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁকে প্রাণনাশের হুমকী দিয়েও তাঁর তৎপরতা বন্ধ করা যায় না। ডাঃ সরদারের স্ত্রীও ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একজন নার্স। তিনিও দুষ্টচক্র প্রতিরোধের ব্যাপারে বেশী অগ্রসর না হতে নিষেধ করেও তাঁকে থামাতে পারেননি বলে জানা যায়। ডাক্তার খুনের ঘটনায় জেলা আই এম এ আন্দোলনে নেমেছেন ও খুনীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির

প্যাণ্ডেল ভাঙচুর

(১ম পাতার পর)

কলকাতার জনৈক দালাল বুবুন দাস অন্যতম শিল্পী আনোয়ারকে আনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির কথা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জনতার মধ্যে হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। উত্তেজিত দর্শকরা প্যাণ্ডেল ভাঙচুর করে কয়েকটি সাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চালায় বলে জানা যায়। পুলিশ জনতা সংঘর্ষে কয়েকজন পুলিশও আহত হয়। এই ঘটনায় কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়। জনৈক শিল্পী উত্তম দাস উপস্থিত হলেও নিরাপত্তার খাতিরে পুলিশ তাঁকে সস্ত্রীক থানায় নিয়ে গিয়ে রাখে। অবস্থা শান্ত হলে সেই রাত্রেই তিনি কলকাতা ফিরে যান।

বাস বন্ধ

(১ম পাতার পর)

প্রতিশ্রুতি আদায় করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বহরমপুর রুটের জয়মা বাসের কর্মীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের বচসা হয় এবং বাসকর্মীরা লাঞ্ছিত হন। এরই প্রতিবাদে বহরমপুর বাসকর্মী ইউনিয়ন রঘুনাথগঞ্জ বহরমপুর রুটে সমস্ত বাস বন্ধ করেছেন। ৫ ফেব্রুয়ারী সংবাদ লেখা পর্যন্ত কোন মিটমাটের কথা শোনা যায়নি।

কংগ্রেসে গোষ্ঠী কোন্দল

(১ম পাতার পর)

যায়। জঙ্গিপুর মহকুমায় ব্লক ও মিউনিসিপ্যালিটি পর্যায়েও কোন ঐকমত্য হয়নি বলে খবর। প্রতিটি কেন্দ্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ২টি করে প্রতিনিধি প্যানেল রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা পড়ে। ব্লকে মোট তিনটি গোষ্ঠী সক্রিয় বলে খবর। হাবিবুর রহমান, মহঃ সোহরাব ও কালু খাঁ। তিন গোষ্ঠীরই কোন না কোন কেন্দ্রে প্রাধান্য দেখা যায়। জানা যায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি প্যানেলই রাজ্য স্তরে আলোচনার জন্য নিয়ে গিয়েছেন।

দাবী জানিয়ে একদিনের কর্মবিরতি পালন করেন। গত ৩ ফেব্রুয়ারী কাল ব্যাজ ধারণ করে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মৌন মিছিল রঘুনাথগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়।

প্রধান শিক্ষকের বিদায় অনুষ্ঠান

জঙ্গিপুর ঃ স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শৈলেয়ীরঞ্জন নাথ তাঁর সুদীর্ঘ শিক্ষক জীবন থেকে গত ৩১ জানুয়ারী অবসর নিলেন। তিনি ১৯৫৬ সালে এই বিদ্যালয়ে যোগ দেন ও পরে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেন। এই সুদীর্ঘ শিক্ষক জীবনে একজন দায়িত্বশীল শিক্ষক ও দক্ষ প্রশাসক হিসাবে শৈলবাবু খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর বিদায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুকুলরঞ্জন রায়। শিক্ষক বন্ধুরা শ্রীনাথের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর বিদায়ে একজন যোগ্য শিক্ষকের শূন্যতা তাঁদের বিচলিত করেছে বলে বক্তব্য রাখেন।

কৃষিশস্য ও পুষ্প প্রদর্শনী

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২—৩ ফেব্রুয়ারী মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে জঙ্গিপুর লায়নস্ ক্লাবের উদ্যোগে কৃষিশস্য ও পুষ্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক এস সুরেশ কুমার এবং প্রধান অতিথি ছিলেন এস পি অসীম চ্যাটার্জী। পুষ্পে ফরাক্কা ও এন টি পি সি এবং রাণীনগর, দফরপুর কৃষিশস্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়।

নতুন বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরের গোডাউন কলোনীতে দু'কাঠা জমির উপর প্রায় সম্পূর্ণ নতুন বাড়ী বিক্রয় হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন— শ্রীদুর্গা প্রেস, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ

বিজ্ঞপ্তি

বাদী ইকবাল হোসেন পিতা আবদুল লতিফ সাং মহম্মদপুর থানা রঘুনাথগঞ্জ ও আরও দুই জনের আনীত ১৬/৯২ নং স্বত্ব মোকর্দমায় মাননীয় ১ম মুনসেফ জঙ্গিপুর আদালত গত ইং ২৮-১-৯২ তারিখে বিবাদী শ্রীশচীন সাহা ও শ্রীনন্দদুলাল সাহা দিং এর বিরুদ্ধে ছোটকালিয়া মৌজার নালিশী ৭৭০নং দাগের ৫৯ শতক সম্পত্তি অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞার শুনানী না হওয়া কালতক যাহাতে অন্যত্র হস্তান্তর করিতে না পারেন বা নালিশী সম্পত্তি স্থিতাবস্থা ক্ষুণ্ণ করিতে না পারেন তন্মর্মে বিবাদী পক্ষের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়াছেন। অতঃপর কেহ উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিলে নিজ দায়িত্বে করিবেন। সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে ইহা জানানো হইল।

৫-২-৯২ মৃণালকান্তি ব্যানার্জী
বাদীপক্ষ নিযুক্ত এ্যাডভোকেট

এফিডেবিট

আমি শ্রীমতী ভারতী সাহা স্বামী শ্রীপ্রদীপ দাস, জঙ্গিপুর হাসপাতাল কোয়ার্টার, রঘুনাথগঞ্জ গত ২-২-৯১ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জঙ্গিপুর কোর্টে এক এফিডেবিট বলে স্বামীর পদবী অনুযায়ী শ্রীমতী ভারতী দাস হইলাম।

৫-২-৯২ ভারতী দাস
রঘুনাথগঞ্জ

সুবিধাজনক ও সহজ কিস্তিতে সাইকেল, টিভি, রিক্সা, স্কুটার ইত্যাদি দেওয়া হয়।

যোগাযোগ কেন্দ্র ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

রেজিঃ এবং হেড অফিস
দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

এ. মুখার্জী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।